দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 02 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

শিক্ষা, এসবিএ পদ্ধতি ॥ করণীয়

অভিমত

একটি দেশ বা জাতির প্রধান স্তম্ভ তার শিক্ষা। আর সে শিক্ষা হতে হবে বাস্তবধর্মী, জনকল্যাণমূলক, দেশ গঠনের সহায়ক ও বিজ্ঞান মনস্ক। একটি নীতিহীন, অস্থিতিশীল ভঙ্গুর শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে গঠনমূলক ভাল কিছু দিতে পারে না। স্বাধীনতার এত বছর পরও আমরা পাইনি একটি শিক্ষানীতি, পাইনি স্থিতিশীল, জনকল্যাণকর শিক্ষা ব্যবস্থা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে রাজনৈতিক ভিন্নমতাদর্শ শাসক গোষ্ঠীর কারণে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বার বার রূপপরিবর্তন হচ্ছে। এর ফলে আমরাও একটি জোড়াতালি মার্কা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও শিখন প্রক্রিয়া সমাপ্ত করছি। এমতাবস্থায় দেশ তথা জাতি কী আশা করতে পারে আজকের প্রজন্মের কাছে? আমি সাম্প্রতিক একটি শিক্ষা পদ্ধতির দিকে সকলের দৃষ্টি দেয়ার অনুরোধ করছি। আপনারা অবগত আছেন কিনা ২০০৯ সাল হতে এসএসসি পরীক্ষায় এসবিএ (SBA) পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। ২০০৭ সালে যারা নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তারা এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। ২০০৭ সাল হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত এই পদ্ধতি চালু করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। তবে মজার বিষয় হলো ৯০% সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী জানেন না এ পদ্ধতির বিষয়, কর্মপদ্ধতি। ৯০% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেনি এ পদ্ধতি। বিশেষ করে ঢাকা শহরের বড় বড় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই পদ্ধতি চালু করেনি।

প্রথম এসবিএ (SBA) সম্পর্কে জানা দরকার। এসবিএ-এর অর্থ "বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন"–School Based Assessment. বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন হচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি নিরূপণের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া দ্বারা একজন শিক্ষার্থী সব শিখন উদ্দেশ্য অর্জন করছে কিনা তা নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী যাচাই করা হয়। শিক্ষার্থীর অগ্রগতির গঠনকালীন মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের সমন্বয় হলো বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন। পদ্ধতিটি প্রথমে জটিল মনে হলেও তত্ত্বগত পর হতে ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের জন্য মঙ্গলকর বলে মনে হচ্ছে। এ বিষয়ের ওপর অভিমত, প্রচলিত বিদ্যালয় ভিত্তিক মান যাচাই শিক্ষার্থীদের শুধু চিন্তন, দক্ষতার নিম্নতম পর্যায়ে যাচাই করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখস্থ নির্ভর মেধা যাচাই এর মধ্যে কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ থাকে। একজন শিক্ষার্থী মানুষ হিসাবে ভাল না হয়ে কিংবা দক্ষতা অর্জন না করে ভাল রেজাল্ট করতে পারে। শিক্ষক হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি লিখন পরীক্ষার বাইরে একজন শিক্ষার্থী মানুষ হিসাবে কেমন, কিরূপ দক্ষতার অধিকারী, সে উপাদানগুলো মূল্যায়ন করে তার ইতিবাচক পরিবর্তনে প্রভাবিত করতে পারেন। এভাবে একটি সামগ্রিক মূল্যায়নের দর্শন সামনে রেখে বিদ্যালয় ভিত্তিক মান যাচাই (এসবিএ) সহায়ক বলে মনে করছি। এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে শিক্ষার্থীর মুখস্থ নির্ভরতা কমিয়ে তাদের চিন্তন দক্ষতা তথা বিচার বিশ্লেষণ ও সৃজনশীলতার স্বরূপ উন্মোচন করা এবং তাদের ব্যক্তি দক্ষতা, সহযোগিতামূলক শিক্ষণ ও সামাজিক দক্ষতা যাচাই করে আদর্শ নাগরিক হিসাবে প্রস্তুত করা।

মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার মাধ্যমিক শিক্ষা খাত মানোন্নয়ন প্রকল্প (সেসিপ) ২০০৪ সালে ৪৯ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম ও দশম শ্রেণীতে বিদ্যালয় ভিত্তিক মান যাচাই পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে। একই বছর এনসিটিবি ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মাধ্যমে ৬০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণীতে বিদ্যালয় মান যাচাই পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে। এতে দেখা যায় এসবিএ শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং শ্রেণী পাঠদানে শিখন ও শিখানো কার্যাবলীতে। শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শেষে সরকারের নিকট পরিবীক্ষণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ২টি প্রতিবেদন পেশ করা হয়। সে আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১২-০৭-২০০৫ইং তারিখে শিম/শাঃ ১১/বিবিধ-৬/২০০৫/৯৬১/১ (৫) নং স্মারকে ৬ষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি কার্যকর হবে এই মর্মে প্রজ্ঞাপন জারী করে। পরবর্তীতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর কর্তৃক ১৮/০৭/২০০৫ তারিখে ও এম/১৭-সম/২০০৩/৪৫৯৬৩ (৭৫) নং স্মারকে পৃষ্ঠাঙ্কন করা হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ১০টি পরিমাপকের (Criteria) ভিত্তিতে একজন শিক্ষার্থীকে প্রতিটি বিষয়ে প্রতি সেমিস্টারে কোসওয়ার্কের মাধ্যমে মূল্যায়ন ৩০ নম্বরে করতে হবে এবং ৭০ নম্বর সেমিস্টার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে। ১০টি পরিমাপকের মূল্যায়ন এবং সেমিস্টারভিত্তিক মূল্যায়ন একত্র করে চূড়ান্ত ফল নির্ধারণ করা হবে এসবিএ (SBA) এর নিম্নলিখিত পরিমাপক যা একজন শিক্ষার্থীর পঠিত বিষয়ে সারাবছর মূল্যায়ন করা হবে।

সার্বিক দিক দিয়ে পদ্ধতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফল বয়ে আনবে যদি সত্যিকার উপায়ে প্রয়োগ করা যায়। তবে এ বিষয়ের ওপর এখনও দ্বিধা বিভক্ত মত রয়েছে। শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ ৯০% এই বিষয়ে জ্ঞাত নয়। এর অনেক কারণও রয়েছে। একটি নতুন পদ্ধতি যখন চালু হয় তখন শিক্ষা কর্তাব্যক্তি যাঁরা রয়েছেন তাঁরা চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। আজকের অবস্থাটা তাই। ২০০৭ সালের জানুয়ারি হতে এসবিএ পদ্ধতি চালু হবার কথা। প্রজ্ঞাপনও জারি হয়েছে। কিন্তু সে প্রজ্ঞাপনটি কোন বিদ্যালয়ে আজও পৌঁছায়নি। বিদ্যালয়গুলোতে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা চলছে। সেখানে ৭০ নম্বরে পরীক্ষা হওয়ার কথা কিন্তু ৫% বেশি স্কুল এ পদ্ধতি অনুসরণ করছে না। দেখা যায় ৯৫% স্কুলে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হচ্ছে। কারণ তারা বিদ্যালয় ভিত্তিক ৩০ নম্বরের মূল্যায়ন করেনি। এ বিষয়ে অনেক সম্মানীয় শিক্ষকের সাথে কথা হয়েছে, তাঁদের জবাব এসবিএ বিষয় জানি না, কি যেন? নিয়ম কি আছে? কেউ তো এ বিষয়ে কিছুই বলেন না। চিঠিও পাইনি ইত্যাদি ইত্যাদি জবাব।

অনেকের মন্তব্য একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল কাজেই এসবিএও বাতিল। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শিম/শাঃ-১১/বিবিধ-৬ সেসিপ/২০০৪/১৭৮৬ তাং ০৮-১২-২০০৫ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নবম-দশম শ্রেণীতে একমুখী শিক্ষা বাতিল করা হয়। কিন্তু এসবিএ পদ্ধতিও বাতিল হয়নি। যদি এসবিএ পদ্ধতি চালু থাকে তবে বিদ্যালয়কে পরিষ্কারভাবে জানানো অবশ্যই উচিত। সারাদেশে যেন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই পদ্ধতি চালু করে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেয়া উচিত।

শিক্ষকদের এই বিষয়ে আরও ট্রেনিং দেয়া উচিত। নবম শ্রেণীর জন্য এনসিটিবি কর্তৃক দ্রুত সিলেবাস প্রণয়ন করা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডগুলো সিলেবাস সংবলিত পাঠ্য বইটি দ্রুত বিতরণ করা উচিত।

কালীনাথ সরকার
সহকারী প্রধান শিক্ষক
মানিকগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।